সংবাদ

তারিখ ... 5 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

দারিদ্র্য ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতায়

আদিবাসী শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার হার মাত্র ৬৭ শতাংশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশে প্রায় ৩০টি ভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারী এবং ৪৫টি আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২৫ থেকে ৩০ লাখ মানুষের বসবাস। এর মধ্যে ৪২ শতাংশ দারিদ্র্য এবং ৩৬ শতাংশ ভাষাগত প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। এসব আদিবাসী শিক্ষার্থীর স্কুলে গমনের হার মাত্র ৬৭ শতাংশ এমনকি প্রায় ৪৪ শতাংশ শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে কোন প্রকার সুযোগ পায় না। কাজেই আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার উন্নতি না ঘটিয়ে সরকারের ঘোষিত ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই সরকারকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে।

গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০১৩ উপলক্ষে 'আদিবাসী শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষা : বর্তমান পরিস্থিতি' শীর্ষক আলোচনা সভাটির আয়োজন করে বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। মূল প্রবন্ধ পড়ে শোনান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার।

এ সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আইনুন নাহার, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মাহফুজ আলী, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ শিক্ষা উপদেষ্টা এম হাবিবুর রহমান, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন প্রোগ্রাম ম্যানেজার তন্দ্রা চাকমা, আদিবাসী নেতা লুইস টুডু, ধনেশ্ব চাকমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মূল প্রবন্ধ থেকে ড. সৌরভ সিকদার বলেন, সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয় আদিবাসী বিদ্যালয়গুলো। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে এসব শিক্ষার্থীর জন্য বাজেটে পৃথক কোন অর্থ বরাদ্দ নেই, আগেও ছিল আদিবাসী : পৃষ্ঠা ২ ক : ৭

আদিবাসী : শিক্ষার্থীদের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

না। তাই মূলত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অর্থায়নেই পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানসমূহ। তিনি বলেন, শুধু ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। আবার প্রাথমিক স্তরে যারা টিকে যায় তারা তাদের পূর্ব পাঠের অপূর্ণতা নিয়ে মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে পরীক্ষায় বারবার ফেল করে। এতে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভের পূর্বেই হতাশ হয়ে ঝরে পড়ে।

অধ্যাপক আইনুন নাহার বলেন, আদিবাসী এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল না থাকা, মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ অভাব এবং উপযুক্ত আদিবাসী শিক্ষকের অভাবে নিজ ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ফলে ধীরে ধীরে ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস হারিয়ে যেতে বসেছে এসব নৃ-গোষ্ঠীরা। সরকারও এদের উন্নয়নে অমনোযোগী। এছাড়া যেসব বেসরকারি এনজিও সংস্থা কাজ করছে, বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পনার কারণে তেমন সুফল আসছে না। ফলে ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে স্থায়ীভাবে কোন উন্নয়নের মুখ দেখছে না অবহেলিত এসব জনগোষ্ঠী।

তবে, তন্দ্রা চাকমা বলেন, আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ না আসলেও ২০ থেকে ২৫টি এনজিও কাজ করছে। কিন্তু এসব সংস্থা প্রজেক্টভিত্তিক হওয়ায় ফান্ড শেষ হয়ে গেলে প্রজেক্টও শেষ হয়ে যায়। আবার যেসব এলাকা দুর্গম, সেসব এলাকায় পৌঁছায় না এদের সাহায্য। ফলে কোন লাভই হচ্ছে এসব জনগোষ্ঠীর। তাই সব এনজিও প্রতিষ্ঠানদের সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে এদের উন্নয়নের পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি দেশ যেহেতু সরকারের তাই সরকারকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তিনি।